দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রসার

বাংলাদেশ বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অন্যতম হলেও স্বর্নিভরতা অর্জনের লক্ষ্য আমাদের আছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার যে স্তরে আমাদের অবস্থান সেখান থেকে লক্ষণীয়ভাবে অগ্রগতি চাইলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষাই আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতির প্রধান পূর্বশর্ত। আমাদের সম্পদ সীমিত। কিন্তু এই সীমিত সম্পদের বিকাশ এবং সঠিক ব্যবহার নির্ভর করে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এবং কর্মক্ষমতার উপর। আর উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের জন্য প্রকৃত পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে শিক্ষিত সমাজ।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রের মত আমাদের দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো পশ্চাদপদ। দেশের মুষ্টিমেয় মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। এখনো দেশের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ মানুষ অক্ষর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। পূর্ণ সাক্ষরতার লক্ষ্য থেকে আমাদের অবস্থান এখনো অনেক দূরে। এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার পথেও অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। শিক্ষা বিস্তার তথা দেশের নিরক্ষর মানুষকে অক্ষরের সাথে পরিচিত করার দায়িত্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর উপর ন্যস্ত। কিন্তু চাহিদার তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক কম। যা আছে সেগুলোও এত সমস্যায় জর্জরিত যে, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যে সব শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দুই, তিন বছরের মধ্যেও স্কুল ত্যাগ করে। যারা শিক্ষা জীবন শেষ করে তাদের একটা বড় অংশের শিক্ষা দেশের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা প্রয়োজন। এ জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান বিকাশের বাহন রূপে গড়ে তোলার প্রয়োজনও অপরিসীম। দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনবরত বিশৃংখলা ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটার ফলে জ্ঞানদান বা জ্ঞানার্জনের সুষ্ঠু পরিবেশ আজ অনুপস্থিত। দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ দু'থেকে তিন বছর পিছিয়ে আছে। একাদিক সমস্যা দেখা দিয়েছে এর ফলে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিরীহ শিক্ষার্থীরা। অভিভাবকদের উপর চেপেছে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা। তাছাড়া সন্তানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়। সেসন জটের ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রীর চাকরির বয়সও পেরিয়ে যাচ্ছে। এক কথায় শিক্ষার্থীর সেটাও সময়ের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে তো অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার একটি বিরাট অংশেরও অপচয় ঘটছে।

দেশবাসী তাদের ভবিষ্যত নাগরিকদ্রের যোগ্য করে গড়ে তুলতে চায়। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে দেশে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এর সাথে শিক্ষাঙ্গনের বিশৃংখলাসহ শিক্ষাক্ষেত্রের যাবতীয় বাধা দূর করে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের নিরংকুশ সুযোগও সৃষ্টি করতে হবে। এ দায়িত্ব সরকার, ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের।—মোজহারুল হক (বাবুল)